ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জ্যোতিষচক্র ধ্রুবলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সমগ্র জ্যোতিষচক্র যে শিশুমাররূপে ভগবানের আরেকটি প্রকাশ, সেই কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোক সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ১৩,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ধ্রুবলোকে, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ, এবং ধর্মের দ্বারা বহু সম্মানিত হয়ে ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। মেধীতে আবদ্ধ বলদের মতো সমগ্র জ্যোতিষচক্র কালের প্রভাবে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। ভগবানের বিরাট-রূপের উপাসকেরা এই জ্যোতিষচক্রকে শিশুমাররূপে দর্শন করেন। এই কল্পিত শিশুমার ভগবানের আরেকটি রূপ। এই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ সর্পের মতো কুণ্ডলীভূত। তার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবলোক, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র এবং ধর্ম, এবং পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটিদেশে সপ্তর্ষিগণ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। শিশুমারের সমগ্র শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় বর্তমান। তার দক্ষিণ পার্শ্বে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পার্শ্বে পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র সংযুক্ত রয়েছে। পুনর্বসু ও পুষ্যা শিশুমারের দক্ষিণ এবং বাম নিতম্বে অবস্থিত, এবং আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে অবস্থিত। অন্যান্য নক্ষত্রও শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে সংযোজিত। যোগীরা চিত্ত স্থির করার জন্য শিশুমারের উপাসনা করেন, যাকে *কুণ্ডলিনি-চক্র*ও বলা হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ তস্মাৎ পরতস্ত্রয়োদশলক্ষযোজনান্তরতো যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভি-বদন্তি যত্র হ মহাভাগবতো ধ্রুব ঔত্তানপাদিরগ্নিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা

কশ্যপেন ধর্মেণ চ সমকালযুগ্‌ভিঃ সবহুমানং দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণ ইদানীমপি কল্পজীবিনামাজীব্য উপাস্তে তস্যেহানুভাব উপবর্ণিতঃ ॥১॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **তস্মাৎ**—সপ্তর্ষিমণ্ডলের; **পরতঃ**—ঊর্ধ্বে; **ত্রয়োদশ-লক্ষযোজন-অন্তরতঃ**—১৩,০০,০০০ যোজন পর; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বিষ্ণোঃ পরমং পদম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ; **অভিবদন্তি**—ঋক্ বেদের মন্ত্র স্তুতি করে; **যত্র**—যাতে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভক্ত; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **ঔত্তানপাদিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; **অগ্নিনা**—অগ্নিদেবের দ্বারা; **ইন্দ্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **প্রজাপতিনা**—প্রজাপতির দ্বারা; **কশ্যপেন**—কশ্যপের দ্বারা; **ধর্মেণ**—ধর্মরাজের দ্বারা; **চ**—ও; **সমকাল-যুগ্‌ভিঃ**—একই সময়ে যুক্ত; **স-বহু-মানম্**—সর্বদা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিকে; **ক্রিয়মাণঃ**—প্রদক্ষিণ করে; **ইদানীম্**—এখন; **অপি**—ও; **কল্প-জীবিনাম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁরা জীবিত থাকেন তাঁদের; **আজীব্য**—জীবনের উৎস; **উপাস্তে**—থাকে; **তস্য**—তাঁর; **ইহ**—এখানে; **অনুভাবঃ**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মহিমা; **উপবর্ণিতঃ**—ইতিমধ্যেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৩,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে যে স্থান রয়েছে, পণ্ডিতেরা তাকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বলেন। সেখানে উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁরা জীবিত থাকেন, সেই সমস্ত জীবদের জীবনরূপে এখনও অবস্থান করছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম সকলে সেখানে সমবেতভাবে বহু সম্মান সহকারে তাঁকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের মহিমা আমি পূর্বেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২

স হি সর্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামনিমিষেণাব্যক্তরংহসা ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভ ঈশ্বরেণ বিহিতঃ শশ্বদবভাসতে ॥ ২ ॥

স—সেই ধ্রুবলোক; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **জ্যোতিঃ-গণানাম্**—জ্যোতিষ্কগণ; **গ্রহনক্ষত্র-আদীনাম্**—গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি; **অনিমিষেণ**—যে বিশ্রাম

গ্রহণ করে না; **অব্যক্ত**—অচিন্ত্য; **রংহসা**—যাঁর বেগ; **ভগবতা**—পরম শক্তিমান; **কালেন**—কালের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণানাম্**—ভ্রাম্যমাণ; **স্থাণুঃ ইব**—স্থাণুর মতো; **অবষ্টব্ধঃ**—অবলম্বন; **ঈশ্বরেণ**—ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা; **বিহিতঃ**—স্থাপিত; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **অবভাসতে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্রুবলোক সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবলম্বন স্তম্ভরূপে নিরন্তর নিশ্চলভাবে বিরাজ করছেন। অবিশ্রান্ত, অব্যক্ত, পরম শক্তিমান কাল এই সমস্ত জ্যোতিষ্কদের নিরন্তর ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করাচ্ছেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রহ, নক্ষত্র আদি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ কালের প্রভাবে আবর্তিত হচ্ছে। কাল ভগবানের আর একটি রূপ। সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্ত ধ্রুব মহারাজের প্রতি এতই প্রীত যে, তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলিকে ধ্রুবলোকের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেছেন এবং কালকে তাঁর সহযোগিতায় নিযুক্ত করেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় এবং পরিচালনায় সব কিছু সাধিত হয়, কিন্তু তাঁর ভক্ত ধ্রুবকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভগবান কালকে ধ্রুবের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেছেন।

শ্লোক ৩

যথা মেঢীস্তম্ভ আক্রমণপশবঃ সংযোজিতাস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সবনৈর্যথাস্থানং মণ্ডলানি চরন্ত্যেবং ভগণা গ্রহাদয় এতস্মিন্নন্তর্বহির্যোগেন কালচক্র আযোজিতা ধ্রুবমেবাবলম্ব্য বায়ুনোদীর্যমাণা আকল্পান্তং পরিচঙ্ক্রমন্তি নভসি যথা মেঘাঃ শ্যেনাদয়ো বায়ুবশাঃ কর্মসারথয়ঃ পরিবর্তন্তে এবং জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ কর্মনির্মিতগতয়ো ভুবি ন পতন্তি ॥ ৩ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **মেঢীস্তম্ভে**—মেঢীস্তম্ভে; **আক্রমণপশবঃ**—ধান মাড়াই করার বলদ; **সংযোজিতাঃ**—সংযোজিত হয়ে; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিনটি করে; **সবনৈঃ**—গতি; **যথাস্থানম্**—তাদের নিজ নিজ স্থানে; **মণ্ডলানি**—মণ্ডলাকারে; **চরন্তি**—

পরিভ্রমণ করে; **এবম্**—সেইভাবে; **ভ-গণাঃ**—সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি আদি জ্যোতিষ্ক; **গ্রহ-আদয়ঃ**—বিভিন্ন গ্রহ; **এতস্মিন্**—এতে; **অন্তঃ-বহিঃ-যোগেন**—অভ্যন্তরের এবং বাইরের বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; **কালচক্রে**—কালের চক্রে; **আযোজিতাঃ**—নিযুক্ত; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবলোক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবলম্ব্য**—আশ্রয় অবলম্বন করে; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **উদীর্যমাণাঃ**—সঞ্চালিত হয়ে; **আকল্প-অন্তম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত; **পরিচঙ্ক্রমন্তি**—পরিভ্রমণ করেন; **নভসি**—আকাশে; **যথা**—ঠিক যেমন; **মেঘাঃ**—মেঘ; **শ্যেন-আদয়ঃ**—বাজ আদি পক্ষী; **বায়ুবশাঃ**—বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; **কর্মসারথয়ঃ**—কর্মরূপী সারথি; **পরিবর্তন্তে**—পরিভ্রমণ করে; **এবম্**—এইভাবে; **জ্যোতিঃ-গণাঃ**—গ্রহ, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্কগণ; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতির; **পুরুষঃ**—এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সংযোগ-অনুগৃহীতাঃ**—যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা; **কর্মনির্মিত**—তাঁদের নিজেদের কর্ম ফলের প্রভাবে; **গতয়ঃ**—যার গতি; **ভুবি**—ভূমির উপর; **ন**—না; **পতন্তি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

ধান মাড়াই করার সময় বলদদের যেমন মেটীস্তম্ভে, একটিকে স্তম্ভের নিকটে, একটিকে মধ্যে এবং তৃতীয়টিকে দূরবর্তী স্থানে সংযোজিত করা হয়, এবং সেই পশুগুলি তাদের নিজ নিজ স্থান অতিক্রম না করে স্তম্ভের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে, তেমনই, শত সহস্র গ্রহ-নক্ষত্র উর্ধ্ব ও অধঃস্থান বিভাগ অনুসারে তাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা তাঁদের কর্মফল অনুসারে ভগবানের দ্বারা জড়া প্রকৃতিরূপ যন্ত্রে সংযোজিত হয়ে, ধ্রুবকে অবলম্বনপূর্বক বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কল্পান্ত কাল পর্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিক্রমা করেন, ঠিক যেমন আকাশে শত শত টন জল সমন্বিত মেঘ ভেসে বেড়ায় অথবা বিশাল শ্যেন পাখি তাদের কর্ম অবলম্বন করে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে অথচ কখনও পতিত হয় না।

তাৎপর্য

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে শত সহস্র নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি আদি বিশাল গ্রহেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে একত্রে স্তবকের মতো পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, সেই কথা ঠিক নয়। এই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রেরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবক, এবং তাঁর আদেশ অনুসারে তাঁরা তাঁদের রথে চড়ে তাঁদের কক্ষপথে বিচরণ করছেন। এই কক্ষপথগুলিকে প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের

অধিষ্ঠাতারা ধ্রুবলোকের চারদিকে পরিভ্রমণ করে ভগবানের আদেশ পালন করছেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) এইভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" *ব্রহ্মসংহিতার* এই শ্লোকটি প্রতিপন্ন করে যে, সব চাইতে বৃহৎ এবং সব চাইতে শক্তিশালী গ্রহ সূর্য এক নির্দিষ্ট কক্ষে বা কালচক্রে ভগবানের আজ্ঞায় ভ্রমণ করছেন। জড় বৈজ্ঞানিকদের কল্পিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অন্য কোন নিয়মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা ভগবানের শাসনকে অস্বীকার করতে চায়, এবং তাই তারা গ্রহ-নক্ষত্রের গতির কারণ সম্বন্ধে নানা রকম উদ্ভট কল্পনা করে। কিন্তু, একমাত্র কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা হচ্ছেন এক-একজন ব্যক্তি এবং ভগবানও হচ্ছেন একজন ব্যক্তি। ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি অধঃস্তন ব্যক্তিকে আদেশ দেন। ঠিক তেমনই পরম পুরুষ তাঁর অধঃস্তন বিভিন্ন দেবতাদের তাঁর পরম ইচ্ছা পালনের আদেশ দেন। সেই সত্য *ভগবদ্‌গীতাতেও* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।"

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষগুলি জীবের দেহের মতো, কারণ উভয়েই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মতো। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত যন্ত্র, তা সে দেহরূপ যন্ত্র হোক

অথবা কক্ষরূপ যন্ত্র হোক অথবা কালচক্র হোক, তা সবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পালনের জন্য ভগবান এবং প্রকৃতি যৌথভাবে কার্য করেন। সেই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

কিভাবে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ভাসছে, তার উত্তরও এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নয়, পক্ষান্তরে, বায়ুর প্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ভাসছে। এই আয়োজনের ফলেই প্রচণ্ড ভারী মেঘ আকাশে ভাসে এবং বিশাল ঈগল পাখি ওড়ে। সেভাবেই বোয়িং ৭৪৭-এর মতো বিশাল জেট বিমানও কার্য করে—বায়ুর নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে, মাটিতে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রতিহত করে আকাশে ওড়ে। প্রকৃতি এবং পুরুষের সহযোগিতার ফলে, বায়ুর এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। জড়া প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের সহযোগিতার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ এক সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৪) প্রকৃতিরও বর্ণনা করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, যা তাঁর চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা, তিনি দুর্গারূপে সকলের দ্বারা পূজিতা হন। তিনি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য সাধন করেন। যাঁর ইচ্ছা অনুসারে দুর্গা তাঁর সমস্ত কার্য সাধন করেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" জড়া প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তিনি দুর্গা নামে পরিচিতা, অর্থাৎ তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল দুর্গের রক্ষয়িত্রী। দুর্গ থেকে দুর্গা শব্দটি এসেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি বিশাল দুর্গের মতো, যেখানে সমস্ত বদ্ধ জীবদের রাখা হয়েছে, এবং ভগবানের কৃপায় মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এখান থেকে বেরোতে পারে না। ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ঘোষণা করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" এইভাবে কেবল কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ভগবানের কৃপা

লাভ করে মুক্ত হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ এই বিশাল দুর্গরূপী ব্রহ্মাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে তার বাইরে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়া যায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা যে তাঁদের পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তাঁদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, এই তথ্যটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই কথা এখানে *কর্মনির্মিতগতয়ঃ* বাক্যাংশটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। যেমন, পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে চন্দ্রকে বলা হয় জীব, অর্থাৎ তিনিও আমাদের মতো একজন জীব, কিন্তু তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে তিনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে নিযুক্ত হয়েছেন। তেমনই, পৃথিবী, শুক্র আদি গ্রহের অধিপতিরূপে নিযুক্ত সমস্ত দেবতারাও হচ্ছেন জীব, তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা এই ধরনের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। কেবল সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যনারায়ণ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। ধ্রুবলোকের অধিপতি মহারাজ ধ্রুবও একজন জীব। এইভাবে দুই প্রকার আত্মা রয়েছে—পরমাত্মা ভগবান এবং জীবাত্মা (*নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। সমস্ত দেবতারা ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং এই প্রকার আয়োজনের ফলেই কেবল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য সংঘটিত হচ্ছে।

এই শ্লোকে যে বিশাল শ্যেন পক্ষীর উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে বুঝতে হবে যে, এত বড় শ্যেন পক্ষী রয়েছে যাদের আহার হচ্ছে হাতি। তারা এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে উড়ে যেতে পারে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যাওয়ার সময় তারা ডিম পাড়ে এবং অন্তরীক্ষে পতিত হওয়ার সময় সেই ডিম ফেটে তাদের শাবক উৎপন্ন হয়। বর্তমান সময়ে অবশ্য এই প্রকার বিশাল পক্ষী আমরা দেখতে পাই না, তবে অন্তত আমরা জানি যে, এমন সব বড় বড় ঈগল রয়েছে, যারা বানরদের ধরে আকাশ থেকে ছুঁড়ে মেরে ফেলে এবং তারপর তাদের খায়। তেমনই, আমরা জানি যে এমন অনেক বিশাল পক্ষী রয়েছে, যারা হাতিকে পর্যন্ত ছোঁ মেরে আকাশে তুলে নিয়ে তাদের মেরে খেয়ে ফেলতে পারে।

শ্যেন এবং মেঘের এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকাশে ওড়া এবং ভাসা বায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। ঠিক তেমনভাবে গ্রহগুলিও ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে মহাশূন্যে ভাসছে। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, এই প্রকার আয়োজনের প্রকাশ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। সে যাই হোক, সমস্ত নিয়মই যে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, সে কথা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের সেগুলির উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল ভ্রান্তভাবে, অন্যায়ভাবে ঘোষণা করতে পারে যে ভগবান নেই, কিন্তু তা সত্য নয়।

শ্লোক ৪

কেচনৈতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি ॥ ৪ ॥

কেচন—কোন কোন যোগী বা জ্যোতির্বিদ্; **এতৎ**—এই; **জ্যোতিঃ-অনীকম্**—জ্যোতিষচক্র; **শিশুমার-সংস্থানেন**—এই চক্রকে শিশুমার (শুশুক) বলে কল্পনা করেন; **ভগবতঃ**—ভগবান; **বাসুদেবস্য**—বাসুদেব (বসুদেব-তনয়), শ্রীকৃষ্ণের; **যোগ-ধারণায়াম্**—আরাধনায় তন্ময়ত্ব; **অনুবর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল যন্ত্রটি শিশুমার (শুশুক) নামক জলজন্তুর আকৃতির সদৃশ। তাঁকে কখনও কখনও অবতার বলে মনে করা হয়। মহান যোগীরা বাসুদেবের এই রূপের উপর ধ্যান করেন, কারণ তাঁর এই রূপটি দেখা যায়।

তাৎপর্য

যোগী আদি অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের রূপ স্বীকার করতে পারে না, তাই তারা বিশাল কোন বস্তুর, যেমন বিরাট-পুরুষের কল্পনা করে। তাই কোন কোন যোগী কল্পনা করে যে, জলে শুশুক যেভাবে সাঁতার কাটে, ঠিক সেইভাবে এই কল্পিত শিশুমারও যেন সাঁতার কাটছে। তারা ভগবানের বিরাটরূপের মতো শিশুমারের ধ্যান করে।

শ্লোক ৫

যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতস্তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতিরগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে তু নক্ষত্রাণ্যুপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে। যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ ॥ ৫ ॥

যস্য—যার; **পুচ্ছাগ্রে**—পুচ্ছের অগ্রভাগে; **অবাক্-শিরসঃ**—যার মস্তক অধঃমুখী; **কুণ্ডলীভূত-দেহস্য**—যার দেহ কুণ্ডলীভূত; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব; **উপকল্পিতঃ**—অবস্থিত; **তস্য**—তার; **লাঙ্গূলে**—লেজে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **পুচ্ছমূলে**—পুচ্ছমূলে; **ধাতা বিধাতা**—ধাতা এবং বিধাতা নামক দেবতা; **চ**—ও; **কট্যাম্**—কটিদেশে; **সপ্ত-ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **তস্য**—তার; **দক্ষিণ-আবর্ত-কুণ্ডলীভূত-শরীরস্য**—যার শরীর দক্ষিণ দিকে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় রয়েছে; **যানি**—যা; **উদগয়নানি**—উত্তর দিকের পথ নির্দেশকারী; **দক্ষিণ-পার্শ্বে**—দক্ষিণ দিকে; **তু**—কিন্তু; **নক্ষত্রাণি**—নক্ষত্রগণ; **উপকল্পয়ন্তি**—অবস্থিত; **দক্ষিণায়নানি**—পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে; **তু**—কিন্তু; **সব্যে**—বাম দিকে; **যথা**—ঠিক যেমন; **শিশুমারস্য**—শিশুমারের; **কুণ্ডল-ভোগ-সন্নিবেশস্য**—যার শরীর কুণ্ডলীর আকারে রয়েছে; **পার্শ্বয়োঃ**—পার্শ্বে; **উভয়োঃ**—উভয়; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অবয়বাঃ**—দেহের অঙ্গ; **সমসংখ্যাঃ**—সমসংখ্যক (চৌদ্দ); **ভবন্তি**—হয়; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **তু**—অবশ্যই; **অজবীথী**—দক্ষিণ দিকের পথ প্রদর্শনকারী তিনটি নক্ষত্র—মূলা, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া; **আকাশগঙ্গা**—আকাশগঙ্গা (ছায়াপথ); **চ**—ও; **উদরতঃ**—উদরে।

অনুবাদ

সেই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ কুণ্ডলীভূত। তাঁর পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গূলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম, এবং পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা। কটিদেশে বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা আদি সপ্তর্ষি। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ডান পাশে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পাশে পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। কুণ্ডলীভূত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক নক্ষত্র থাকার ফলে তাঁর ভারসাম্য বজায় থাকে। শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী, এবং তাঁর উদরে আকাশগঙ্গা বর্তমান।

শ্লোক ৬

পুনর্বসুপুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষে চ দক্ষিণবাময়োঃ পশ্চিময়োঃ পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণপূর্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়োর্ধনিষ্ঠা মূলং চ দক্ষিণবাময়োঃ

কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্ট নক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্‌ক্রিষু যুঞ্জীত তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্ববঙ্‌ক্রিষু প্রাতিলোম্যেন প্রযুঞ্জীত শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়োর্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ ॥ ৬ ॥

পুনর্বসু—পুনর্বসু নামক নক্ষত্র; **পুষ্যৌ**—এবং পুষ্যা নামক নক্ষত্র; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **শ্রোণ্যোঃ**—কটিতট; **আর্দ্রা**—আর্দ্রা নামক নক্ষত্র; **অশ্লেষে**—অশ্লেষা নামক নক্ষত্র; **চ**—ও; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—দক্ষিণে এবং বামে; **পশ্চিময়োঃ**—পিছনে; **পাদয়োঃ**—পা; **অভিজিৎ-উত্তরাষাঢ়ে**—অভিজিৎ এবং উত্তরাষাঢ়া নামক নক্ষত্রদ্বয়; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **নাসিকয়োঃ**—নাসিকা; **যথা-সংখ্যম্**—সংখ্যা অনুসারে; **শ্রবণ-পূর্বাষাঢ়া**—শ্রবণা এবং পূর্বাষাঢ়া নামক নক্ষত্র; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **লোচনয়োঃ**—চক্ষু; **ধনিষ্ঠা মূলম্ চ**—ধনিষ্ঠা এবং মূল নামক নক্ষত্র; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—ডান দিকে এবং বাম দিকে; **কর্ণয়োঃ**—কান; **মঘা-আদীনি**—মঘা আদি নক্ষত্র; **অষ্ট নক্ষত্রাণি**—আটটি নক্ষত্র; **দক্ষিণ-আয়নানি**—দক্ষিণ মার্গ; **বামপার্শ্ব**—বাঁদিকে; **বঙ্‌ক্রিষু**—পাঁজরে; **যুঞ্জীত**—স্থাপন করতে পারে; **তথা-এব**—তেমনই; **মৃগশীর্ষা-আদীনি**—মৃগশীর্ষা আদি; **উদগয়নানি**—উত্তরের পথ প্রদর্শনকারী; **দক্ষিণ-পার্শ্ব-বঙ্‌ক্রিষু**—দক্ষিণ দিকে; **প্রাতিলোম্যেন**—উল্টাদিকে; **প্রযুঞ্জীত**—রাখতে পারে; **শতভিষা**—শতভিষা; **জ্যেষ্ঠে**—জ্যেষ্ঠা; **স্কন্ধয়োঃ**—দুই কাঁধে; **দক্ষিণ-বাময়োঃ**—দক্ষিণ এবং বাম দিকে; **ন্যসেৎ**—রাখা উচিত।

অনুবাদ

পুনর্বসু এবং পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম শ্রোণীদেশে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম নাসিকায়, শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম চক্ষে, ধনিষ্ঠা ও মূল দক্ষিণ ও বাম কর্ণে, মঘা থেকে অনুরাধা পর্যন্ত দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্র বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে এবং মৃগশীর্ষা থেকে পূর্বভাদ্র পর্যন্ত উত্তরায়ণের আটটি নক্ষত্র ডান পার্শ্বের অস্থিতে, এবং শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা তাঁর দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে সন্নিবেশিত রয়েছে।

শ্লোক ৭

উত্তরাহনাবগস্তিরধরাহনৌ যমো মুখেষু চাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যো হৃদয়ে নারায়ণো মনসি চন্দ্রো

নাভ্যামুশনা স্তনয়োরশ্বিনৌ বুধঃ প্রাণাপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ সর্বাঙ্গেষু রোমসু সর্বে তারাগণাঃ ॥ ৭ ॥

উত্তরা-হনৌ—তাঁর উপরের চোয়ালে; **অগস্তিঃ**—অগস্তি নামক নক্ষত্র; **অধরা-হনৌ**—নীচের চোয়ালে; **যমঃ**—যমরাজ; **মুখে**—মুখে; **চ**—ও; **অঙ্গারকঃ**—মঙ্গল; **শনৈশ্চরঃ**—শনি; **উপস্থে**—উপস্থে; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **ককুদি**—গলার পৃষ্ঠদেশে; **বক্ষসি**—বক্ষে; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **মনসি**—মনে; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **নাভ্যাম্**—নাভিতে; **উশনা**—শুক্র; **স্তনয়োঃ**—দুই স্তনে; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনী কুমারদ্বয়; **বুধঃ**—বুধ; **প্রাণাপানয়োঃ**—প্রাণ ও অপান বায়ুতে; **রাহুঃ**—রাহু; **গলে**—গলায়; **কেতবঃ**—কেতু; **সর্ব-অঙ্গেষু**—সর্বাঙ্গে; **রোমসু**—দেহের রোমে; **সর্বে**—সমস্ত; **তারাগণাঃ**—অসংখ্য তারা।

অনুবাদ

শিশুমারের উপরের চোয়ালে অগস্তি, নীচের চোয়ালে যমরাজ, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গলার পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু, এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত রয়েছে।

শ্লোক ৮

এতদুহৈব ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্বদেবতাময়ং রূপমহরহঃ সন্ধ্যায়াং প্রযতো বাগ্যতো নিরীক্ষমাণ উপতিষ্ঠেত নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায়-অনিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; **উ হ**—বস্তুতপক্ষে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **সর্ব-দেবতাময়ম্**—সর্ব-দেবময়; **রূপম্**—রূপ; **অহঃ-অহঃ**—সর্বদা; **সন্ধ্যায়াম্**—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে; **প্রযতঃ**—ধ্যান করে; **বাগ্যতঃ**—বাণী সংযত করে; **নিরীক্ষমাণঃ**—নিরীক্ষণ করে; **উপতিষ্ঠেত**—আরাধনা করা উচিত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **জ্যোতির্লোকায়**—সমস্ত গ্রহের যিনি আধার স্বরূপ তাঁকে; **কালায়নায়**—কালরূপে; **অনিমিষাম্**—দেবতাদের; **পতয়ে**—অধিপতিকে; **মহা-পুরুষায়**—পরম ঈশ্বর ভগবানকে; **অভিধীমহি**—আমরা ধ্যান করি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, এইভাবে যে শিশুমারের আকৃতি বর্ণিত হল, তাই ভগবানের সর্ব দেবতাময় রূপ। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে মৌন হয়ে সেই রূপ নিরীক্ষণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করা উচিত—"হে ভগবান, আপনি কালরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রমণশীল নক্ষত্রদের আশ্রয়, হে সর্ব দেবাধিপতি, হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আপনার ধ্যান করি।"

শ্লোক ৯

গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং
পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্ ।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্ ॥ ৯ ॥

গ্রহ-ঋক্ষ-তারা-ময়ম্—সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত; **আধিদৈবিকম্**—সমস্ত দেবতাদের অধিপতি; **পাপ-অপহম্**—পাপ নাশক; **মন্ত্রকৃতাম্**—যাঁরা উপরোক্ত মন্ত্র জপ করেন তাঁদের; **ত্রি-কালম্**—ত্রিকাল; **নমস্যতঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **স্মরতঃ**—ধ্যান করে; **বা**—অথবা; **ত্রি-কালম্**—ত্রিকাল; **নশ্যেত**—বিনাশ করে; **তৎ-কালজম্**—সেই সময়ে উৎপন্ন; **আশু**—অতি শীঘ্র; **পাপম্**—সমস্ত পাপ।

অনুবাদ

শিশুমাররূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরীর সমস্ত দেবতা, নক্ষত্র এবং গ্রহদের আশ্রয়। যিনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়, দিনে তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। কেউ যদি তাঁর এই রূপকে কেবল প্রণতি নিবেদন করেন এবং প্রতিদিন তিনবার তাঁর রূপের ধ্যান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহলোকসমূহের পূর্ণ বিবরণের সারমর্ম প্রদান করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি এই *বিরাটরূপ* বা বিশ্বরূপের ধ্যান করেন, এবং দিনে তিনবার ধ্যান করে তাঁর আরাধনা করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপকর্মের